লক

Question :- লকের সহজাত ধারনাবাদ এর অস্তিত্ব খণ্ডন সবিচার ব্যাখ্যা কর ?

অভিজ্ঞতাবাদের প্রধান পুরোহিত হলেন জন লক। তাঁর দর্শনে দুটি দিক আছে — একটি সদর্থক এবং অপরটি নঞর্থক। তিনি তাঁর ধারনাবাদে সদর্থক দিকটি তুলে ধরার আগেই নঞর্থক দিকটি তুলে ধরেছেন। তার দর্শনের নঞর্থক দিক হল অন্তর ধারনার অস্তিত্ব অস্বীকার এবং সদর্থক দিক হল অভিজ্ঞতাকেই সব জ্ঞানের উৎস বলে নির্ণয় করা।

দার্শনিক জন লক প্রধানত: সমালোচক ছিলেন। তাই সমালোচক হিসেবে লক্ তাঁর - " An Essay Concerning Human Understanding "— গ্রন্থে জ্ঞানের যথার্থ ও বিস্তৃতি সমন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। শুধু তাই নয় — জ্ঞান লাভের পদ্ধতি সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট মতামত এই গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। লকের দার্শনিক আলোচনার ধারা যদি পর্যায় ক্রমে লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে তাঁর " An Essay Concerning Human Understanding " গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লকের দার্শনিক তত্ত্বের খণ্ডনাত্মক দিক এবং এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড ধনাত্মক। তাই লক্ মনে করতেন, তাঁর প্রবর্তিত জ্ঞান লাভের পদ্ধতি হল 'Historical plain Method' অর্থাৎ একটি অতি সাধারন পদ্ধতি বা উপায়। লক তাঁর গ্রন্থ " An Essay Concerning Human Understanding এর সূচনা করেছিলেন কঠোরভাবে সহজাত ধারনার বিরোধীতা করে।

লকের জ্ঞানতত্ত্ব দুটি বিরোধী ধারনার সমন্বয়ে পুষ্ট। একদিকে তিনি অভিজ্ঞতাবাদী বেকনের দ্বারা অনুপ্রানিত এবং অন্যদিকে তিনি দেকার্ত এর ধারনা তত্ত্বের বিরোধী। দেকার্ত তিন প্রকার ধারনার কথা বলেছেন — যথা কৃত্রিম, আগন্তুক ও অন্তর ধারনা। অন্তর ধারনার সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে দেকার্ত বলেছিলেন যে, - এমন কতগুলি ধারনা আছে যেগুলি আমরা আমাদের জন্মের সময় থেকে এসব ধারনার অধিকারী হই। যেমন ঈশ্বর, অসীমতা, নিত্যতা, পূর্নতা ইত্যাদি অন্তর ধারনা। এসব ধারনাগুলি আমাদের মনে প্রচ্ছন্ন বা সুষুপ্ত অবস্থায় থাকে। ফলে বুদ্ধি এগুলিকে প্রকাশ করে বা জাগিয়ে তুলে।

Scanned by CamScanner

কিন্তু লক্ বললেন যে অন্তর ধারনার মতবাদে যা বলা হয়েছে তা মেনে নিলে তোমাদের বলতে হয় — " There are in the understanding certain innate principles , some primary notions characters as it were stamped upon the mind of man which the soul receives in its very first being, and brings in to world with it. " [মানুষের বোধ শক্তিতে কতগুলি অন্তর নিয়ম, কতগুলি প্রাথমিক ধারনার অস্তিত্ব আছে যে গুলি মানুষের মনে মুদ্রিত থাকে। যেগুলিকে মন তাঁর অস্তিত্বের শুরু থেকেই লাভ করে এবং এগুলিকে সঙ্গে নিয়ে জন্মায়।]

যাই হোক, লক্ তাঁর 'Essay' গ্রন্থের প্রথম খন্ডে প্রথমে অন্তর ধারনার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে তার মত ঘোষনা করলেন এবং সুস্পষ্ট উক্তি করলেন যে — " There are no innate idea " অর্থাৎ " অন্তর ধারনা বলে কোন ধারনাই নেই। " আমাদের সব ধারনার মূল উৎস হল অভিজ্ঞতা।

এখন অন্তর ধারনার অস্তিত্বের বিপক্ষে লক্ যে সব যুক্তি দেখিয়েছেন সেগুলি হল — নিম্নরূপ ⟶

i) লক্ বলেন যে অন্তর ধারনা বলে যদি কোন ধারনা থাকতো তাহলে সকলের মনেই তা থাকতো। কিন্তু শিশু, অশিক্ষিত, নির্বোধ ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর ধারনার অস্তিত্ব নেই। কেননা ঈশ্বর, অসীমতা, কার্য - কারন ইত্যাদির সমন্ধে কোন ধারনাই থাকে না। সুতরাং অন্তর ধারনা বলে কিছুই নেই।

ii) দ্বিতীয় অন্তর ধারনা বলে যদি সত্যই কিছু থাকতো তাহলে তা সর্বজনগ্রাহ্য হত। কিন্তু ঈশ্বর, অসীমতা, নৈতিকতা কোনটিও সর্বজনগ্রাহ্য নয়। এগুলি সমন্ধে প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা মত আছে। কারন কেউ এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী, আবার কেউ বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী। আবার এমনও লোক দেখা যায় যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। সুতরাং অন্তর ধারনা নেই।

iii) সর্বজন গ্রাহ্য হলেও এমন অনেক নিয়ম আছে যেগুলিকে অন্তর ধারনা বলা যায় না। লক্ প্রশ্ন তুলেছেন যে আগুন সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই ধারনা আছে, তা বলে কি আগুনের ধারনাকে সহজাত ধারনা বলা যাবে বা বলতে হবে ? এই ধরনের অন্তর ধারনার যুক্তি কি?

iv) অন্তর ধারনা হল সার্বিক এবং মৌলিক। কিন্তু লক্ বলেন, — আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখি — ধারনার ক্ষেত্রে আমরা 'বিশেষ' থেকে 'সামান্যে' বাই 'সামান্য' থেকে 'বিশেষে' আসি না। আসলে বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিমূর্তীকরন পদ্ধতির দ্বারা আমরা সার্বিক ধারনায় পৌঁছাই। সুতরাং প্রথম থেকেই আমাদের মনে সার্বিক ধারনা থাকে — একথা বলা যুক্তিহীন।

v) অন্তর ধারনাবাদীগন যুক্তি দেখাতে গিয়ে বলেন যে অন্তর ধারনা আমাদের মনে প্রচ্ছন্ন বা সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং পরবর্তীকালের শিক্ষা, অভ্যাস ইত্যাদির দ্বারা বিলীন হয়ে যায়। তাই লক্ তাদের প্রশ্ন করেছেন যে —— " শিশুর ক্ষেত্রে অন্তর ধারনা থাকে না কেন? "

vi) অন্তর ধারনার বিরুদ্ধে লক বলেছেন যে — " অন্তর ধারনাগুলি বুদ্ধি প্রয়োজের দ্বারা জানা যায়। " একথা যদি বলা হয় তাহলে আমাদের সকল ধারনাকে সহজাত বা অন্তর ধারনা বলতে হয়।

এই যুক্তিতে লক্ বলেছেন যে — " যেহেতু অন্তর ধারনার কোন অস্তিত্ব নেই, সেহেতু অন্তর ধারনার নিয়ম বলেও কিছু নেই। " কেননা ধারনা সংযোজন করেই নিয়ম পাওয়া যায়। সুতরাং অন্তর ধারনা হল কতগুলি সাধারন সত্য যেগুলিকে আমরা পেয়েছি অভিজ্ঞতা থেকে। আরোহ পদ্ধতির সাহায্যে বিশেষ ঘটনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সমীকরনের দ্বারা আমরা জানি যে, ২+২ =৪ হয়।

সুতরাং সহজাত ধারনার সমর্থনকারীরা বলতে পারেন যে, ধারনাগুলি শিশুর মনে প্রথম থেকেই উপস্থিত থাকে, তবে সে এ সম্বর্কে সচেতন হয় না। কিন্তু লকের মতে, — বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের এই যুক্তিটি আত্ম-বিরোধীতা দোষে দুষ্ট। কারন — " To be in the mind is the same thing as to be known. " অর্থাৎ "মনের মধ্যে থাকা এবং জানা একই কথা"। আমাদের মনের মধ্যে ধারনাগুলো আছে অথচ আমরা জানি না তা হতে পারে না।

যাইহোক, উপরোক্ত যুক্তিগুলির ভিত্তিতে লক্ 'সহজাতধারনাবাদ' খন্ডন করলেন এবং সিদ্ধান্তে এলেন সহজাত ধারনা বলে কোন ধারনাই নেই।

Scanned by CamScanner

সমালোচনা :=> সহজাত ধারনাবাদের বিরুদ্ধে লকের এই সকল সমালোচনা সম্পূর্ণরূপে সমর্থনযোগ্য নয়।

i) এর বিরুদ্ধে অনেক সমালোচক বলেন যে, — লক্ দেকার্ত এর অন্তর ধারনা মতবাদের সঠিক অর্থ না বুঝেই তা খন্ডন করতে অগ্রসর হয়েছেন।

ii) আবার কোন কোন সমালোচক বলেন যে — অন্তর ধারনার অস্তিত্ব অস্বীকার করা হলেও মানব মনের স্বাভাবিক প্রবনতা আছে এ কথা অস্বীকার করা যায়না।

মূল্যায়ন :=> পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে লকের অন্তর ধারনা খন্ডনের বিষয়টি অতিব গুরুত্বপূর্ন। কারন অন্তর ধারনা খন্ডনের মধ্য দিয়ে লক্ অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞানতাত্ত্বিক তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

প্রথমত :=> দেকার্ত এর অন্তর ধারনার খন্ডন লকের উদ্দেশ্য ছিল কিনা বলা যায় না। কেননা লক্ তাঁর আলোচনায় কোথাও দেকার্ত এর নাম উল্লেখ করেননি। সুতরাং বলতে হয় যাঁরাই অন্তর ধারনাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন লক্ তাঁদের সকলের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত :=> অন্তর ধারনা ও স্বাভাবিক প্রবনতা এক জিনিস নয়। সমালোচক এই দুটি জিনিসের তফাৎ অনুধাবন করেননি। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে তিনিই সর্বপ্রথম অন্তর ধারনা খন্ডনের যুক্তি দেননি, কেননা তাঁর আগে সেন্ট টমাস একুইনাস অন্তর ধারনার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিলেন।

তাই পরিশেষে আমরা বলতে পারি লকের অন্তর ধারনা খন্ডনের বিষয়টি পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে অতিব গুরুত্বপূর্ন হলেও সবক্ষেত্রে সমর্থন লাভ করেছে এ কথা বলা যায় না, তবে মরিস (Morris) তাঁর Locke, Berkeley, Hume গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, অন্তর ধারনা খন্ডন করতে গিয়ে লক একটা বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন যে, — যা কিছুকেই আমরা জ্ঞান বলি তাই জ্ঞান নয়, জ্ঞানের সীমা আছে।

—— o ——

সহজাত ধারনা :=> সহজাত ধারনা হল মনের অন্তর্নিহিত এমন ধারনা — যা আমাদের মন অনিবার্যভাবে চিন্তা করে, যেমন — পূর্ন ও অসীম ঈশ্বরের ধারনা, পাপ-পুন্যের ধারনা ইত্যাদি হল অন্তর বা সহজাত ধারনা। সহজাত ধারনাগুলি এত সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার যে, এগুলি স্বতঃসিদ্ধ।

Scanned by CamScanner

লক =

(প্রশ্ন) লকের মত অবলম্বনে মুখ্য গুন ও গৌন গুনের স্বরূপ ও পার্থক্য নির্নয় কর ? তুমি কি মনে কর উক্ত পার্থক্য সমর্থনযোগ্য ?

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক জন লক বস্তুবাদী মনোভাব পোষন করেন। তার মতে আমরা যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সমূহকে প্রত্যক্ষ করি, তখন অপরোক্ষভাবে যা আমরা পাই তা হল ধারনা। লক আবার ধারনা ও গুনের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন যেমন যখন আমরা একটা তুষার গোলককে প্রত্যক্ষ করি, সেই প্রত্যক্ষের ফলে আমরা তার আকার, আয়তন, শীতলতা, শ্বেতত্ব ইত্যাদির ধারনা লাভ করি। আর এই ধারনাগুলি উৎপন্ন করার যে ক্ষমতা তুষার গোলকের মধ্যে আছে, তাই হল গুন।

লকের মতে, যেকোন বাহ্য বস্তু দুপ্রকার গুনের সমষ্টি — মুখ্যগুন ও গৌনগুন। মুখ্যগুনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লক বলেন; যে গুনগুলি বস্তুর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে অবস্থান করে অর্থাৎ বস্তুগত এবং যে গুনজন্য ধারনার ব্যাপারে আমাদের সকলের মধ্যে মতৈক্য থাকে সেই গুনকে বলে মুখ্যগুন। উদাহরনস্বরূপ তিনি বলেন, আমরা যখন একটা কমলা লেবুকে প্রত্যক্ষ করি তখন আমরা তার আকার, আয়তন ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতৈক্য লক্ষ্য করি। আর যেহেতু এই গুনগুলি কমলালেবুর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে অবস্থান করে, তাই এই গুনগুলি মুখ্যগুন।

অন্যদিকে, গৌনগুনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লক বলেন, যে গুনগুলি বস্তুর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে অবস্থান করে না এবং যে গুনজন্য ধারনার ব্যাপারে আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, সেই গুনকে বলে গৌন গুন। উদাহরন স্বরূপ একটি কমলালেবুর প্রত্যক্ষকালে তার যে বর্ন, স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদির ধারনা লাভ করি তাই হল গৌন গুন।

লক মনে করেন, বস্তুর মুখ্যগুন ও গৌনগুনের মধ্যে নিম্নোক্ত মৌলিক পার্থক্যগুলি রয়েছে।

প্রথমত :- মুখ্যগুনগুলি বস্তুর সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে অবস্থান করে অর্থাৎ এই গুনগুলি প্রকৃতই বস্তুগত। যেমন আকার, আয়তন, বিস্তৃতি। কিন্তু গৌনগুনগুলি বস্তুর সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে অবস্থান করে না, বরং এগুলি ব্যক্তি জ্ঞাতার জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। যেমন – বর্ন, স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদি।

Scanned by CamScanner

দ্বিতীয়ত :- মুখ্যগুনগুলির সাথে বস্তুর যথার্থ মিল বা সাদৃশ্য থাকে। অর্থাৎ যেকোন ভৌত বস্তু তার মুখ্যগুনের অনুরূপ। কিন্তু গৌনগুনের সঙ্গে বস্তুর প্রকৃত কোন সাদৃশ্য থাকে না। অর্থাৎ গৌনগুনের সঙ্গে ভৌত বস্তুর অনুরূপতা আছে — একথা বলা যায় না।

তৃতীয়ত :- লক বলেন, মুখ্যগুন-গুলি বস্তুগত বলে ঐ গুনের ব্যাপারে সকলের মধ্যে মতৈক্য থাকে। কিন্তু গৌন-গুন বস্তুগত না হওয়ায় সে ব্যাপারে মতপার্থক্য থাকে।

তবে লকের মতানুযায়ী গৌনগুন-গুলি সম্পূর্নভাবে ব্যক্তি-জ্ঞাতার জ্ঞান নির্ভর — বুদ্ধিগত অর্থে একথা বলা চলে না, আসলে গৌনগুনগুলি বস্তুস্থিত এমন অবস্থা যার দ্বারা কতকগুলি মৌলিক ধারনা যেমন বর্ন, স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদি উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং এই ধারনাগুলি উৎপন্ন করার ক্ষমতা বা শক্তি অবশ্যই বস্তুর মধ্যে থাকে। কারন তা না হলে আমাদের পক্ষে বর্ন, স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদির সংবেদন লাভ করা সম্ভব হত না।

সমালোচনা :- লক বস্তুর মুখ্যগুন ও গৌনগুনের মধ্যে যে পার্থক্য করেছেন তা নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে।

তিনি বস্তুর গুন ও গুন জন্য ধারনার যে ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন তা অত্যন্ত এলোমেলো ও দুর্বোধ্য। কারন তাঁর মতে, আমরা অ-পরোক্ষভাবে সংবেদন ও অন্তরদর্শনের মাধ্যমে যা লাভ করি তা হল ধারনা। ধারনা কোন ভৌতবস্তু নয়, যা কোন বাহ্যবস্তুতে অবস্থান করতে পারে। ধারনা কেবল মনেই অবস্থান করে। কিন্তু লক কখনও কখনও সাদা ও কালো রঙের ধারনার কথা বলেছেন, কিন্তু এই বর্নগুলি কখনও ব্যক্তিমনে অবস্থান করে না। অর্থাৎ তিনি গুন ও ধারনার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করতে পারেননি।

Copleston এর মতে 'লকের মতবাদের প্রধান ত্রুটির উদ্ভব হয়েছে তারই দেওয়া সংজ্ঞা থেকে। লকের মতে, প্রত্যক্ষ বা চিন্তনের অপরোক্ষ বিষয় হল ধারনা, তাই যদি হয় তাহলে আমরা অপরোক্ষভাবে কখনই কোন বস্তুকে জানতে পারি না। বস্তুকে জানা যায় কেবল পরোক্ষভাবে ধারনার মাধ্যমে। কাজেই ধারনাগুলি বস্তুর প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু Copleston বলেন, যদি আমরা অপরোক্ষভাবে কেবল ধারনাকেই জানি তাহলে আমরা কেমনভাবে জানবো ধারনাগুলি বস্তুর অনুরূপ কিনা, তাছাড়া আমরা কেমন করেই বা জানব ধারনার অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে ভৌতবস্তুর অস্তিত্ব আছে।

Scanned by CamScanner

ছিলেন না এমন নয়। উক্ত ত্রুটি সম্পর্কে লক যে সচেতন কারন লক পরবর্তীকালে দেখাতে চেয়েছেন আমাদের ধারনার অনুরূপ বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব আছে।

ভাববাদী দার্শনিক বার্কলে লক স্বীকৃত মুখ্য ও গৌনগুনের পার্থক্য স্বীকার করেন না। বার্কলে বলেন, লক যে যুক্তির সাহায্যে মুখ্যগুনগুলি প্রকৃতই বস্তুগত এবং গৌনগুনগুলি জ্ঞানসাপেক্ষ প্রমান করেছেন, সেই একই যুক্তির সাহায্যে দেখানো যাবে মুখ্যগুন গৌনগুন উভয়প্রকার গুনই জ্ঞানসাপেক্ষ। বার্কলে বলেন গৌনগুন সম্পর্কে যেমন বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তেমনি বস্তুর মুখ্যগুন যেমন আকার, আয়তন, বিস্তৃতি ইত্যাদি সম্পর্কেও মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বার্কলে বলেন, বস্তুর মুখ্য ও গৌন গুনগুলিকে পৃথকভাবে লাভ করা যায় না, তারা একই সাথে অবস্থান করে। একই প্রত্যক্ষের সাহায্যে উভয়প্রকার গুনজন্য ধারনা আমরা লাভ করে থাকি। কাজেই বস্তুর মুখ্যগুনগুলি প্রকৃতই বস্তুগত এবং গৌনগুনগুলি জ্ঞানসাপেক্ষ — একথা বলা যুক্তিসঙ্গত নয়।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি বার্কলে মুখ্য ও গৌনগুনের মধ্যে পার্থক্যের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলেছেন তা সমর্থনযোগ্য নয়। মুখ্যগুনগুলি প্রকৃতই বস্তুগত। গৌনগুনগুলির ভিত্তি হিসাবে রয়েছে মুখ্যগুন। মুখ্যগুনগুলি বস্তুগত হওয়ায় পরোক্ষভাবে গৌনগুনগুলিও বস্তুগত — একথা স্বীকার করতে হয়। উভয়প্রকার গুন বস্তুগত হওয়ায় জ্ঞান নিরপেক্ষভাবে বস্তু স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্বশীল — একথা স্বীকার করতে বাধা থাকে না।

— ০ —

Scanned by CamScanner